বুধবার, ১৪ কার্তিক, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৮৬

ভারত হিন্দুদের নয়, সকলের, সামনায় প্রশ্ন শিবসেনার

এতদিন পরে আবার ভারত কাদের তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে একই সঙ্গে বিতর্ক তুলে দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্রের শিবসেনা মুখপত্র 'সামনা'-য়। এই বক্তব্য রাখা হয়েছে সামনার চলতি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। বিষয়টি নিয়ে সারা দেশে যে বিতর্ক র সূত্রপাত হবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রায়শই একই কথা ঘুরিয়ে বলছে আরএসএস। প্রকাশ্যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা সঙ্গীতের সুর বাজানো নিয়ে ইতিমধ্যেই যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গেই 'সামনা'য় বলা হয়েছে, ভারত সর্বপ্রথম হিন্দুদের দেশ, তারপর অন্যান্যদের, মুখপত্রে বিজেপিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি শিবসেনা। কেন্দ্রে এনডিএ সরকারের মৃদু সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুত্ববাদের পক্ষে হলেও অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবং কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঘরবাপসি এখনও কার্যকর হয়নি। প্রসঙ্গত এই দুই ইস্যুতে বিজেপির অন্দরমহলেও ক্ষোভ রয়েছে। ক্ষোভ সংঘ পরিবারেও। কারণ রামমন্দির ইস্যুটি এখন আদালতের এক্তিয়ারে। আর কাশ্মীর থেকে প্রাণভয়ে চলে যাওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারা নিরাপত্তার কারণেই ফিরে আসতে আগ্রহী নন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, কাশ্মরি পণ্ডিতদের কাশ্মীর থেকে চলে যাওয়ার জন্য ওই রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগমোহনকে দায়ী করেছেন। আসলে কাশ্মীরি পণ্ডিতের ওপর উৎপীড়ন শুরু হয় কংগ্রেস আমলে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েই দায় সেরেছেন।
এখন প্রশ্ন হল, ভারত চিরকালই সর্বধর্মের মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই পঙক্তি মনে পড়ে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, দ্রাবিড়, চিন, শকহুনদল, পাঠান, মোঘল একদেহে হল লীন....... হেথায়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তার চরিত্র বদল করা যায় না। এতে সারা বিশ্বে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আর দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনও ধর্মাবলম্বী হতেই পারে। তার মানে সেটা তাদের দেশ এসব মন্তব্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। ভেবেচিন্তে বলা উচিত, তা না হলে ভুল বার্তা যাবে সমাজে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

সংকীর্ত্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারান্দা মধ্যে আসিয়া পরিয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা,। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মোত্ত হইয়া নাচিতেছেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের গান--ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য

রথাগ্রে কীর্ত্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তঁাহারা পদসেবা করিতেছেন।
নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাইতেছেন–
(১) এসো মা এসো মা, হৃদয়রমা, পরাণপুতলি গো, হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরিখে তোমারে গো।(২) মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমতে দুখহারা। তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা। তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোরম।।

অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন--
যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে! যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে!
আবার--নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।
ছোট বারান্দাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতেছে। উত্ত

দিনপঞ্জিকা

১৪ কার্ত্তিক, ভাঃ ১০ কার্ত্তিক, **১ নভেম্বর,** ১৪ কাতি, সংবৎ ১২ কার্ত্তিক সুদি,১১ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৭। **বুধবার,** দ্বাদশী দিবা ঘ ২।৪৮মিঃ। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৫।২৬ মিঃ। ব্যাঘাতযোগ দিবা ঘ ৩।১৮ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ২।৪৮ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ২।২৫ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**–মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ঘ ৫।২৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**–একপাদদোষ, দিবা ঘ ২।৪৮ গতে দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৩৩ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৩৩ গতে ৪।১০ মধ্যে। **যাত্রা**–নাই। **শুভকর্ম্ম**–দিবা ঘ ২।৪৮ মধ্যে দীক্ষা। **বিবিধ**–দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সইপন্ডন। দিবা ঘ ২।৪৮ মধ্যে মাসদগ্ধা। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৪৫ মধ্যে **উত্থানৈকাদশীর পারণ। নায়ায়ণদ্বাদশী। গোস্বামিমতে উত্থানদ্বাদশী ব্রত। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে প্রবোধনীকৃত্য ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা। দিবা ঘ ২।৪৮ মধ্যে মন্বন্তরা স্নানদানাদি ও অনধ্যায়। দ্বাদশ্যারম্ভকল্পে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন।** শ্রীপাট খেতুর ও বালুচর গাম্ভিলাপাটে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রবোধনীকৃত্য ও রথযাত্রা**, বড় ঠাকুরের বাড়ী। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোভাব দিবস। নীলদর্পণ রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**–দিবা ঘ ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ কার্ত্তিক, ভাঃ ১০কার্ত্তিক,১ নভেম্বর, ১৪ কাতি, ১১ শফর। উঃ ঘ ৫।৪৬, অঃ ঘ ৪।৫৭ বুধবার, দ্বাদশী দিঃ ঘঃ ২।৪৮। ১৪ কার্ত্তিক আজহার আলি চিস্তি (রহঃ) উরস কাঁশরা, আমতা, হাওড়া।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

সুলভ আবাসনের জন্য অর্থসংস্থান

চরণ সিং
শেষ পর্ব

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গৃহঋণ দেয় মূলত ব্যাঙ্ক। চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রাশিয়া ছাড়া বন্ডের ব্যবহার সেভাবে কোথাও নেই। চিলি, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো ছাড়া মর্টগেজের বদলে সিকিউরিটি ইস্যু করার রেওয়াজও কোথাও নেই সেভাবে। এইসব দেশে ঋণ-সম্পদ অনুপাত বা LTV ৬০ থেকে ১১০ শতাংশ। সুদের হার পরিবর্তনীয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার ভরতুকি, করছাড়-এর ব্যবস্থা করে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নির্ধারিত সময়ের আগে তোলার সংস্থানও আছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল–দু'ধরণের দেশেই নাগরিকদের নিজেদের বাড়ির মালিক করে তুলতে নিয়মিতভাবে পদক্ষেপ নেয় সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানিতে গৃহঋণের সুদে ভরতুকি পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ার সরকার মর্টগেজের বদলে গৃহঋণ দেয়। ব্রাজিল, চিন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের মতো দেশে বন্ধকের বদলে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাপনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বড়ো ভূমিকা রয়েছে।
সুলভে আবাসনের জন্য নানান দেশে নানান ধরণের প্রকল্প এবং নীতি রয়েছে। ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, সুইডেনের মতো দেশে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুলভে আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা হয়। অন্যদিকে মালয়েশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র কম উপার্জনকারীদের জন্যেই এ সংক্রান্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাপনা সাধারণ গৃহঋণ ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা। এর নানা কারণ রয়েছে। মার্কিন মুলুকে সুলভে আবাসনের সংস্থানের দায়িত্ব ন্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ওপর। কানাডায় এই দায়ভার মূলত স্থানীয় প্রশাসনের। আমেরিকায় স্বল্প দামের আবাসন মঞ্জুরের কাজ দ্রুতগতিতে করা–এই সব সুবিধা দেওয়া হয়। কানাডায় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সরকারকে প্রদেয় অর্থে ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে, যা গ্যারান্টি হিসাবে কাজ করে। স্পেনে সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সময় ভরতুকি মেলে। সিঙ্গাপুরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চালু রয়েছে বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প। বাংলাদেশে পুনর্বাসন শিবির প্রকল্পের দায়ভার সরকারের। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় গৃহঋণের জন্য সেখানে গৃহঋণ প্রদানের জন্য রয়েছে গ্রামীণ ব্যাঙ্কসহ বেশ কয়েকটি সংস্থা। মেক্সিকো-তে সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মীদের বেতনের নির্দিষ্ট অংশ সরিয়ে রাখা হয়।

শেষ কথা ঃ

ভারতে গৃহঋণের বাজারে যে দুর্বলতা রয়েছে তা দূর করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক্ষেত্রে উদারীকরণের রাস্তায় হাঁটা হচ্ছে। এই বাজারে এমন বেশ কিছু মহল সক্রিয় রয়েছে, যাদের ওপর সেভাবে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাদের কাজকর্মে নজরদারিও নেই সেভাবে। সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, বাড়ির দাম এবং গৃহঋণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ঋণ-সম্পদ অনুপাত (LTV Ratio) এবং হঠাৎ হু হু করে বাড়ির দাম কমার মধ্যে সরাসরি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই খুব বেশি হস্তক্ষেপ হলে গোটা প্রক্রিয়ার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে আবার, কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বিপদ আছে। কাজেই, সুচিন্তিত পদক্ষেপ জরুরি। নজরদারির ক্ষেত্রে ঢিলেমি কাম্য নয়।
বহু মানুষ জীবনের গোটা সঞ্চয়টুকু দিয়ে বাড়ি-ঘর কেনেন। সুতরাং, সরকারের এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন থাকা দরকার। কোনও নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারি না থাকলে গোটা প্রক্রিয়াতে অস্বচ্ছতা চলে আসতে বাধ্য। অন্যান্য বাজারের মতো এখানেও উপভোক্তারা সঠিক গুণমানের পণ্য পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। আবাসন, সাধারণভাবে রাজ্যের বিষয়। কাজেই এক্ষেত্রে রাজ্যস্তরে ঠিকঠাক আইন থাকা এবং তার সুচিন্তিত প্রয়োগ জরুরি।
ভবিষ্যতের দিকে তাকানোও একান্ত প্রয়োজন। পিএমএওয়াই-এর আওতায় আগামী ৫ বছরে ৫ কোটি বাড়ি তৈরির ক থা বলা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্তদের মধ্যে বাড়ির চাহিদা বাড়াবে–তা আশা করাই যায়। সেজন্য আর্থিক সংস্থানের পরিকল্পনা নিতে হবে জরুরিভিত্তিতে। দেখতে হবে গৃহঋণের উৎস হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির জায়গায় অন্যান্য সংস্থা উঠে আসে কিনা। যদি তা হয়, তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম সংস্থা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সুনিশ্চিত করতে হবে পর্যাপ্ত কাঁচামাল অর্থাৎ সিমেন্ট, ইস্পাত, লোহা, বালি, কাঠ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জোগান। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো যেসব রাজ্যে বাড়ির চাহিদার তুলনায় জোগান কম, সেই সব অঞ্চলে প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করাও একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।
আবাসন ক্ষেত্র জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। তাই এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত HUDCO, NHB, NBO-র মতো সংস্থাগুলির আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা দরকার। আবাসন ক্ষেত্রের উন্নয়নে এই সব প্রতিষ্ঠানে গবেষণামূলক উদ্যোগ জরুরি। পাশাপাশি, কেন্দ্রের এবং রাজ্য সরকারগুলির সুচিন্তিত পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবাসন ক্ষেত্রের বিকাশ দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করবে। উল্টোটা হলে দেখা দেবে মন্দা এবং বেকারি।

সার্ধশতবর্ষে নিবেদিতা

ত্রিবেণী তীর্থপথে– নিবেদিতা, বিবেকানন্দ এবং বিশ্বকবি

মধুসূদন কর
পর্ব ১

'মার্গট, তুমি যতদিন ওই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তোমার মেলামেশা চালিয়ে যাবে, ততদিন আমাকে সাবধান করে যেতেই হবে। মনে রেখ, ওই পরিবার বঙ্গদেশকে শৃঙ্গার রসের বন্যায় বিষাক্ত করেছে।' ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ মার্চের এক চিঠিতে মার্গারেট ওরফে ভগিনী নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার সম্পর্কে কথাকটি বলেছিলেন বিবেকানন্দ। আবার পরিব্রাজক গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, 'ওই যে একদল দেশে উঠেছে মেয়ে মানুষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না। আর ভূমিষ্ট হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন আর বিরহের জ্বালায় হাসান-হোসেন করেন।' এখানে বিবেকানন্দের তির্যকতার তীর যে রবীন্দ্রনাথের দিকে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই রচনা কিন্তু দুই যুগপুরুষ বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের

অন্তর্লীন সম্পর্কের আবরণ উন্মোচন করে। বরং, ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে আয়ারল্যান্ডের মাটিতে জন্মানো মার্গারেট নোবেল ওরফে নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো বিশেষ সময়ে কী সব অপরূপ মানুষী উদ্ভাস তৈরি করেছেন তার এক খন্ড চিত্র তৈরি করা।
মার্গারেট এলিজাবেথ বুদ্ধিদীপ্ত আইরিশ মহিলা। ভারতবর্ষে এসেছেন দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, অবনত ভারতবাসীকে আপন মহিমায় উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত করতে। বিবেকানন্দের মতোই তাঁরও দিনের বেশির ভাগ সময় কাটত বিশাল ব্যাপ্ত ভারতকে চেনা, বিপন্নকে উদ্ধার করা, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার কাজে। বিবেকানন্দ তাঁর নিবেদিতা প্রাণা শিষ্যাটিকে একবার বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করো।' উদ্দেশ্য একটা ছিল। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের

দেশহিতের ভাবনা, তাঁর কর্ম, তাঁর সংস্কৃতি, অন্যদিকে, রবীন্দ্রগোষ্ঠী এককথায় ঠাকুর পরিবারে রামকৃষ্ণকে ঢুকিয়ে দেবার প্রচেষ্টাস্বরূপ নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বে পরিণত হলেন। জগতের মানুষ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনেছেন বিবেকানন্দের চোখে– বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন নিবেদিতার দৃষ্টিতে। এমনিতে নিবেদিতা প্রখর বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদী, কিন্তু বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ এলেই নিবেদিতা বদলে যেতেন। একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার দর্শনের একটি জটিল বই নিয়ে আলোচনা চলছিল। এমন সময় বেলুড় মঠ থেকে খবর এল স্বামীজী নিবেদিতাকে ডাকছেন। নিবেদিতার মুখের ভাব বদলে গেল। বুদ্ধি আর কাজ করছে না। আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'এক্ষুনি আমায় যেতে হবে'। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব কি ধাক্কা খায়নি সেদিন? একদিন নিবেদিতা বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার এক গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনা চলার সময়–ডাকের চিঠি এল। একখানি চিঠির দিকে নজর পড়তেই নিবেদিতা বললেন, 'মিস্টার টেগোর, এই মাত্র আমার গুরুদেবের একখানি চিঠি এসেছে। আমার সমস্ত মন তাতে পূর্ণ হয়ে আছে। আমি একান্তে নিভৃতে চিঠিখানি পড়তে চাই। আমাদের আলোচনা আজকের মতো এখানেই স্থগিত থাক।' রবীন্দ্রনাথ স্ববিস্ময়ে বলেছেন, আধ্যাত্মজীবনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিবেদিতা নুইয়ে দিয়েছেন গুরুর কাছে অথচ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি নিবেদিতা তাঁর রাজা অর্থাৎ বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক চায়ের আসরে বসিয়েছিলেন। কিন্তু পারস্পরিক সৌজন্যে বিনিময় ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। দুজনের কেউই খোলামেলা হতে পারেননি। ভগিনী নিবেদিতা এও লিখেছেন, ' মিঃ টেগোর একজন পারফেক্ট অতিথি... দিবারাত্র গান গাইতেন বা গল্পগুজব করতেন। অপরকে আপ্যায়ন করা বা নিজে আপ্যায়িত হবার জন্য সদাপ্রস্তুত। ...কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মিঃ টেগোরের ব্যক্তিত্ব আমাকে তেমন টানে না।' আবার রবীন্দ্রনাথও ১৯২১ সালে ১৪ নভেম্বর এক চিঠিতে লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কু শিক্ষাগ্রস্ত হয়েছেন।' ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

ইতিহাসের আড়াল থেকে গণিতজ্ঞ প্রবাদপুরুষ

মিটার-লিটার-গ্রাম যুগ শুরুর আগে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের আগে সের, ছটাক, কাঁচ্চা, কড়া, গণ্ডা, পন, বুড়ি, কাহন এর পাশাপাশি সহজ হিসেবের জন্যে বিঘাকালি, কাঠাকালি, জমাবন্দি প্রভৃতি হিসেবের পদ্ধতিগুলি বাঙালি পড়ুয়াদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। বর্তমানে কম্পিউটারের যুগে ক্যালকুলেটর দিয়ে যে অঙ্ক কষতে হয়, বা যে হিসেব মুহূর্তে করা যায় তার থেকে কোনো অংশে কম ছিল না 'শুভঙ্করের আর্যা।' বাক্যটি শুনে কৌতুহল হতেই পারে, বরং না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। বিষ্ণুপুরের মল্লভূম রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যাঁর এই হিসেব ও চর্চা শুরু, তিনি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র থানার হদলনারায়ণপুর গ্রামের পাশে রামপুর গ্রামের বাসিন্দা শুভঙ্কর দাস, যাঁর আসল নাম ভৃগুরাম দাস। মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহের সময়ে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শুভঙ্কর দাসের জন্ম, গণিতচর্চা শুরু এবং উত্তরণ। রাজ আনুকূল্যে এবং দাক্ষিণ্যে গণিতচর্চা শুরু। গণিত সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রগুলি 'শুভঙ্করের আর্যা' নামে খ্যাত। ছড়ার ছন্দে লেখা তাঁর আর্যাগুলি সহজেই ছোটো-বড়ো সকলের স্মৃতিতে গেঁথে যায়। গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শুভঙ্করের আর্যাগুলির বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্য উচ্চারণ পদ্ধতির সঙ্গে আরবি এবং ফারসি শব্দচয়ন করে সৃষ্ট এই ছড়াগুলি যথেষ্টই আনন্দদায়ক। ছড়াগুলির শেষের দিকে শুভঙ্করের নাম যুক্ত থাকায় সহজেই এগুলি শুভঙ্করের বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর একটি ছড়া এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

এক কড়ায় কিনলাম খাসি
লোক জুটেছে বারোশা আশি
সবাই বলে খাবে খাবে

কে কতটা ভাগ পাবে?
ভাগ করে দাও শিশু আনন্দিত মনে
বুদ্ধির খেলা ভাই শুভঙ্কর বনে।

গণিতের আর্যা ছাড়াও তিনি সোনামুখী,পাত্রসায়র, বনজোড়া এই তিনটি থানার কৃষকদের স্বার্থে একটি সেচদাঁড়া খনন করিয়ে জনগণের প্রিয়ভাজন হন। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবকও। ওই শুভঙ্করের দাঁড়াটি বাঁকুড়া জেলার এই তিনটি থানার ওপর এখনও বিদ্যমান থেকে শুভঙ্করের সমাজসেবার ও কৃষক-দরদিমনের স্মৃতি বহন করে চলেছে। জেলার প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ বলে যিনি এত সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস এত নীরব কেন? মল্লভূমবাসী এজন্য বেদনা অনুভব করেন।

—**আশিসবরণ সামন্ত,**
আরামবাগ, হুগলি

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়